34744 - উমরার মধ্যে পঠিতব্য দুআ ও দুআ করার স্থানসমূহ

প্রশ্ন

আমি উমরা করতে মক্কায় যাব। কিন্তু আমি দুআ জানি না। আপনারা কি আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সহিহ হাদিসে উমরার মধ্যে পঠিতব্য অনেক দুআ বর্ণিত হয়েছে। যে কোন মুসলিম এ দুআগুলো মুখস্ত করে, এ গুলোর অর্থ বুঝে ও অর্থের দাবী মোতাবেক আমল করে উপকৃত হতে পারেন। এ দুআগুলোর মধ্যে রয়েছে-

ক. মীকাতে তালবিয়া উচ্চারণের সময়:

হজ্ব বা উমরার ইহরামের পূর্বে তাসবিহ পড়া, তালবিয়া বলাও তাকবীর দেওয়া সুন্নত। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাতে যোহরের নামায পড়লেন চার রাকাত; যুল হুলাইফাতে আসরের নামায পড়লেন ২ রাকাত সে সময় আমরা তাঁর সাথেই ছিলাম। এরপর তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন করলেন। ভোরে উঠে বাহনে আরোহন করলেন। যখন বাইদাতে পৌঁছলেন তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাকবীর দিলেন এবং হজ্ব ও উমরার তালবিয়া পড়লেন। লোকেরাও তাঁর সাথে হজ্ব ও উমরার তালবিয়া পড়ল।[সহিহ বুখারী (১৪৭৬)]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন: এই হুকুম অর্থাৎ তাসবিহ পড়া ও তালবিয়ার পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য যিকির মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক মানুষ-ই এই যিকিরগুলো পড়ে না।[ফাতহুল বারী (৩/৪১২)] খ. মক্কার পথে (মীকাত ও কাবার মাঝখানে)

পুরুষের জন্য অধিক হারে ও উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া সুন্নত। আর নারীরা নীচুস্বরে তালবিয়া পড়বে যাতে করে পার্শ্ববর্তী বেগানা পুরুষ শুনতে না পায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যখন সওয়ারী পশু তাঁকে পথিনেয়ে যুল হুলাইফা মসজিদের নিকট সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি এই বলে তাহলীল করলেন:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা

শারকিা লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজরি। নশ্চিয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নরিঙ্কুশ।)[সহহি বুখারি (৫৫৭১) ও সহহি মুসলমি (১১৮৪)]

গ. তাওয়াফরে মধ্যে:

তাওয়াফরে প্রতি চক্করে হাজারে আসওয়াদ বরাবর এলে আল্লাহু আকবার বলবে। ইমাম বুখারি (১৬১৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহ তওয়াফ করছেনে। যখনি তনিি রুকনে তথা হাজারে আসওয়াদে আসতনে তাঁর কাছে থাকা কছিু একটা দয়িে তনিি সদেকিে ইশারা করতনে এবং তাকবীর বলতনে। আর রুকনে ইয়ামনেী ও হাজারে আসওয়াদরে মাঝখানপেড়তনে যা আব্দুল্লাহ ইবনে সায়বে (রাঃ) বর্ণনা করছেনে। তনিি বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুই রুকনরে মাঝে (দুই কর্ণাররে মাঝে) বলতে শুনছেি-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(অর্থ- হে আমাদরে রব্ব! আমাদরেকে দুনয়িাতে কল্যাণ দনি, আখরোতওে কল্যাণ দনি এবং আমাদরেকে জাহান্নামরে আগুন থকেে বাঁচান।) [সুনানে আবু দাউদ (১৮৯২), সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে আলবানী হাদসিটকিে হাসান বলছেনে]

ঘ. সাফা পাহাড়ে উঠার আগে ও সাফা পাহাড়রে উপর:

জাবরে (রাঃ) থকেে বর্ণতি হাদসিে রয়ছেে তনিি বলনে: ... এরপর তনিি দরজা দয়িে সাফা পাহাড়রে উদ্দশ্যে বরে হলনে (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যখন সাফা পাহাড়রে নকিটবর্তী হলনে তখন তলোওয়াত করলনে:

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

(অর্থ-"নঃিসন্দহেে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নদির্শন গুলোর অন্যতম")[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এবং বললনে: (أبدأ بما بدأ الله به)(আল্লাহ যা দয়িে শুরু করছেনে আমওি তা দয়িে শুরু করছ)ি। এই বলে তনিি সাফা পাহাড় থকেে সায়ীর কাজ শুরু করলনে। সাফা পাহাড়রে উপরে উঠলনে; যাতে করে বায়তুল্লাহকে দখেতে পান। এরপর কবিলামুখি হয়অোল্লাহর একত্ববাদরে ঘোষণা দলিনে, তাকবীর দলিনে এবং বললনে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকিা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়নি কাদরি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

(অর্থ- নইে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তনিি নরিঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্য। প্রশংসা তাঁর-ই জন্য। তনিি সর্ববষিয়ে ক্ষমতাবান। নইে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ছাড়া। তনিি প্রতশি্রুতি পূর্ণ করছেনে। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করছেনে। এবং তনিি একাই সর্ব দলকে পরাজতি করছেনে।) এরপর তনিি দুআ করছেনে। এইভাবে তনিবার করছেনে। [সহহি মুসলমি (১২১৮)]

ঙ. মারওয়া পাহাড়রে উপর:

সাফা পাহাড়রে উপর যা যা করছেনে মারওয়া পাহাড়রে উপরও তা তা করবনে; শুধু সাফাতে উঠারে আগে পঠতিব্য আয়াতে কারীমাটা ছাড়া। জাবরে (রাঃ) বলনে: এরপর তনিি মারওয়ার উদ্দশ্যে রওয়ানা হলনে। যখন তনিি উপত্যকার নম্নিাঞ্চলে পৌঁছনে সখোন থকেে পাড়ে উঠা পর্যন্ত স্থানটুকু দৌঁড়য়িে পার হন। এরপর স্বাভাবকি গততিে হঁটেে মারওয়াতে পৌঁছনে। সাফার উপরে যা যা করছেনে মারওয়ার উপরওে তা তা করনে।[সহহি মুসলমি (১২১৮)]

যমযমরে পানি পানকালে দুনয়িাবী ও আখরেী কল্যাণরে যা খুশি তা প্রার্থনা করবনে। দললি হচ্ছ- "যমযমরে পানি যে উদ্দশ্যে পান করা হবে তা ফলব।"[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩০৬২), আলবানী হাদসিটকিে সহহি বলছেনে (৫৫০২)] অনুরূপভাবে অধকি যকিরি করার বধিান রয়ছে। এই যকিরিরে মধ্যে রয়ছে- তওয়াফ ও সায়ীকালীন দুআ। সুতরাং তওয়াফ ও সায়ীকালে একজন মুসলমিরে সাধ্যানুযায়ী দুআ করা উচতি।তওয়াফ ও সায়ীর মধ্যে কুরআন তলোওয়াত করতে কোন আপত্তি নইে। কছিু কছিু লোক উল্লখে করে থাকনে য, তওয়াফ ও সায়ীর প্রত্যকে চক্করর জন্য বশিষে বশিষে দুআ রয়ছে। এ কথার কোন ভত্তিি নইে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে:

আল্লাহ যে সব দুআর বধিান দয়িছেনে তওয়াফ ও সায়ীর মধ্যে সসেব দুআর মাধ্যমে আল্লাহর যকিরি (স্মরণ) করা ও দুআ করা মুস্তাহাব। যদি মনে মনে কুরআন পড়ে তাতওে কোন আপত্তি নইে। তবে এক্ষত্রেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণতি সুনর্দিষ্টি কোন যকিরি নইে। না আছে তাঁর নর্দিশেরে মধ্য, না আছে তাঁর কথা বা শক্ষিার মধ্যে। বরং শরয়িত সম্মত যে কোন দুআ দয়িে দুআ করতে পারব। অনকে মানুষ বলে থাকে মযিাবরে নীচে বশিষে দুআ আছ। এসব কথার কোন ভত্তিি নইে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রুকনরে মধ্যে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(অর্থ- হে আমাদরে রব্ব! আমাদরেকে দুনয়িাতে কল্যাণ দনি, আখরোতওে কল্যাণ দনি এবং আমাদরেকে জাহান্নামরে আগুন

থকেে বাঁচান।)এই দুআ দয়িে তওয়াফ শষে করতনে। যমেনভিাবে তনিি তাঁর যে কোন দুআর আনুষ্ঠানকিতা এ দুআটি দয়িে সমাপ্ত করতনে। ইমামগণরে সর্বসম্মতক্রিমে এ স্থলে কোন ওয়াজবি যকিরি নইে।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৬/১২২, ১২৩)]

আল্লাহই ভাল জাননে।